দৈনিক কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স 30.03.2022

গুরুত্বপূর্ণ খবর: ভারত

রাজ্যগুলি সংখ্যালঘুদের চিহ্নিত করতে পারে: কেন্দ্র

কেন সংবাদ শিরোনামে?

- সুপ্রিম কোর্টে পেশ করা এক হলফনামায় কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক জানিয়েছে, "রাজ্যের মধ্যে কোনও ধর্মীয় বা ভাষাগত সম্প্রদায়কে 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়' হিসেবে ঘোষণা করতে পারে রাজ্য সরকারও।

মূল পয়েন্টসমূহ

- অ্যাডভোকেট অশ্বিনী উপাধ্যায়ের 2020 সালের আবেদনের জবাবে হলফনামাটি দাখিল করা হয়েছিল, যিনি বলেছিলেন যে 2011 সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, লাক্ষাদ্বীপ, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, জম্মু ও কাশ্মীর, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর এবং পাঞ্জাবে হিন্দুরা সংখ্যালঘু ছিল এবং 2002 সালের TMA পাই রায়ে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত নীতি অনুসারে তাদের এই রাজ্যগুলিতে সংখ্যালঘু মর্যাদা দেওয়া উচিত।
- TMA পাই মামলায়, সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে আর্টিকেল 30 যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়ে কাজ করে, ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের রাজ্য-ভিত্তিক বিবেচনা করতে হবে।

কেন্দ্রের অবস্থান:

- কেন্দ্র বলেছে যে আবেদনকারীদের যুক্তি সঠিক নয় কারণ রাজ্যগুলিও উল্লিখিত রাজ্যের নিয়ম অনুসারে প্রতিষ্ঠানগুলিকে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রত্যয়িত করতে পারে।

- মহারাষ্ট্র কীভাবে রাজ্যের মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে 'ইহুদিদের' অবহিত করেছে তার উদাহরণ দিয়েছে কেন্দ্র। আবার, কর্ণাটক উর্দু, তেলুগু, তামিল, মালয়ালম, মারাঠি, তুলু, লাম্বাদি, হিন্দি, কোঙ্কনি এবং গুজরাটিকে রাজ্যের মধ্যে সংখ্যালঘু ভাষা হিসাবে ঘোষণা করেছে।

ভারত সরকার কর্তৃক বিজ্ঞাপিত সংখ্যালঘুরা:

- সংসদের আইনী দক্ষতা রয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের 1992 সালের জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন আইনের ধারা 2(c) এর অধীনে একটি সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু হিসাবে অবহিত করার নির্বাহী ক্ষমতা রয়েছে।
- কেন্দ্রীয় সরকার 1992সালের জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন আইনের ধারা 2(c) এর অধীনে মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ, পার্সি এবং জৈন নামে ছয়টি সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু হিসাবে ঘোষণা করে।
- একইভাবে, জাতীয় সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কমিশন আইনের 2(f) ধারায় বলা হয়েছে, 'সংখ্যালঘু' অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিজ্ঞাপিত একটি সম্প্রদায়।

Source: Indian Express

জাতীয় জল পুরস্কার

কেন সংবাদ শিরোনামে?

- ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ জল শক্তি মন্ত্রক, নদী উন্নয়ন ও গঙ্গা পুনরুজ্জীবন বিভাগ কর্তৃক প্রবর্তিত তৃতীয় জাতীয় জল পুরস্কারের বিজয়ীদের সম্মানিত করেন এবং 29শে মার্চ 2022 তারিখে নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে জল শক্তি অভিযান: ক্যাচ দ্য রেইন ক্যাম্পেইন 2022 চালু করেছেন।

মূল পয়েন্টসমূহ

- উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এবং তামিলনাড়ু রাজ্যগুলি সেরা রাজ্য বিভাগে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে।

জাতীয় জল পুরস্কার:

- 2018 সালে জলশক্তি মন্ত্রক প্রথম জাতীয় জল পুরস্কার চালু করেছিল।
- জলসম্পদ, নদী উন্নয়ন ও গঙ্গা পুনরুজ্জীবন বিভাগ, জলশক্তি মন্ত্রক ইত্যাদি 11 টি বিভিন্ন বিভাগে রাজ্য, সংস্থা, ব্যক্তিকে 57 টি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

নোট:

- ভারতের পরিস্থিতি বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জিং, কারণ ভারত বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় 18% এর আবাসস্থল, কিন্তু আমাদের কাছে বিশ্বের মাত্র 4% বিশুদ্ধ জল সম্পদ রয়েছে।
- 2019 সালের মে মাসে, জল শক্তি মন্ত্রক পূর্ববর্তী জল সম্পদ, নদী উন্নয়ন ও গঙ্গা পুনরুজ্জীবন বিভাগ এবং পানীয় জল ও স্যানিটেশন বিভাগের একত্রীকরণের পরে তৈরি করা হয়েছিল।
- জল আন্দোলনকে জন আন্দোলনে রূপান্তরিত করার জন্য, 2019 সালে জল শক্তি অভিযান এবং জল জীবন মিশন চালু করা হয়েছিল।
- 2022 সালের 22 শে মার্চ তারিখে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী "Catch the Rain, where it falls, when it falls" প্রচারাভিযান শুরু করেন।

Source: PIB

ন্যাশনাল কমিশন ফর উইমেন্স লিগ্যাল সার্ভিসেস ক্লিনিক চালু করেছে

কেন সংবাদ শিরোনামে?

- দিল্লি স্টেট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির (DSLSA) সহযোগিতায় জাতীয় মহিলা কমিশন (NCW) একটি আইনি সহায়তা ক্লিনিক চালু করেছে।

মূল পয়েন্টসমূহ

- NCW অন্যান্য রাজ্য মহিলা কমিশনগুলিতেও অনুরূপ আইনী পরিষেবা ক্লিনিক স্থাপনের পরিকল্পনা করছে।
- নতুন আইনি সহায়তা ক্লিনিকের অধীনে, ওয়াক-ইন অভিযোগকারীদের জন্য কাউন্সেলিং প্রদান করা হবে, সঙ্কটে থাকা মহিলাদের আইনি সহায়তা, জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ (NALSA) / DSLSA-এর বিভিন্ন প্রকল্পের পরামর্শ এবং তথ্য, মহিলাজনসুনওয়াইতে সহায়তা, বিনামূল্যে আইনি সহায়তা, বিবাহের ক্ষেত্রে শুনানি এবং কমিশনে নিবন্ধিত অন্যান্য অভিযোগগুলি অন্যান্য পরিষেবাগুলির মধ্যে সরবরাহ করা হবে।

জাতীয় মহিলা কমিশন সম্পর্কে:

- এটি 1992 সালের 31শে জানুয়ারী ভারতীয় সংবিধানের বিধানের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা 1990 সালের জাতীয় মহিলা কমিশন আইনে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল।
- কমিশনের প্রথম প্রধান ছিলেন জয়ন্তী পট্টনায়ক।
- রেখা শর্মা বর্তমান চেয়ারপার্সন।

Source: newsonair

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রাজ্য

আসাম ও মেঘালয় আন্তঃরাজ্য সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর করল

কেন সংবাদ শিরোনামে?

- কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে, আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বসর্মা এবং মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা নতুন দিল্লিতে আসাম ও মেঘালয় রাজ্যের মধ্যে আন্তঃরাজ্য সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

মূল পয়েন্টসমূহ

- গত বছরের জুলাই মাস থেকে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বসর্মা এবং তার মেঘালয়ের সমকক্ষ কনরাড সাংমা 884 কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত বরাবর দীর্ঘদিনের বিরোধ সমাধানের জন্য আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন।
- দুই রাজ্যের মধ্যে বিরোধের 12টি ক্ষেত্র থাকলেও, 2021 সালের জুলাই মাসে, উভয় সরকারই প্রথম পর্যায়ে সমাধানের জন্য ছয়টি অঞ্চল (হাহিম, গিজাং, তারাবাড়ি, বোকলাপাড়া, খানপাড়া-পিলিংকাটা, রাতাচেরা) চিহ্নিত করেছে।

নোট:

- ব্রিটিশ শাসনামলে, আসাম মিজোরাম ছাড়াও বর্তমান নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ এবং মেঘালয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছিল, যা পরে পৃথক রাজ্যে পরিণত হয়েছিল।
- মেঘালয়কে 1972 সালে আসাম থেকে আলাদা করা হয়েছিল, এবং তখন থেকে সীমান্তের একটি ভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে।

Source: Indian Express

ভারতের প্রথম 'ইস্পাত সড়ক' পেল গুজরাট

কেন সংবাদ শিরোনামে?

- ভারতের হীরক শহর, সুরাট, গুজরাট ভারতের মধ্যে প্রথম যা ইস্পাতের বর্জ্য দিয়ে তৈরি একটি রাস্তা পেল।

মূল পয়েন্টসমূহ

- CSIR ইন্ডিয়া (কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ) এবং CRRI (সেন্ট্রাল রোড রিসার্চ ইনস্টিটিউট) এবং সরকারী থিঙ্ক ট্যাঙ্ক নীতি আয়োগের সাথে আর্সেলর মিত্তল নিপ্পন স্টিল ইন্ডিয়া দ্বারা নির্মিত, ইস্পাত স্ল্যাগ রোডটি টেকসই উন্নয়নের একটি দুর্দান্ত উদাহরণ।
- লক্ষ লক্ষ টন ইস্পাত স্ল্যাগ ইস্পাত শিল্প দ্বারা উৎপাদিত হয় এবং এর কোন বিকল্প ব্যবহার ছিল না।
- হাজিরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে স্থাপন করা, রাস্তাটি 100% প্রক্রিয়াজাত ইস্পাত স্ল্যাগ নিয়ে গঠিত।

Source: ET

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রাজনীতি

ফৌজদারী কার্যবিধি (সনাক্তকরণ) বিল, 2022

কেন সংবাদ শিরোনামে?

- কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনি লোকসভায় ক্রিমিনাল প্রসিডিওর (আইডেন্টিফিকেশন) বিল 2022 পেশ করেছেন।

মূল পয়েন্টসমূহ

- ফৌজদারি কার্যবিধি (সনাক্তকরণ) বিল 2022 আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে অপরাধমূলক বিষয়গুলিতে সনাক্তকরণ এবং তদন্তের উদ্দেশ্যে দোষী এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের শারীরিক ও জৈবিক নমুনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করার অনুমতি দেয়।

- বিলটি বন্দীদের সনাক্তকরণ আইন, 1920 বাতিল করার চেষ্টা করে, যার পরিধি একজন ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে দোষী সাব্যস্ত এবং অ-দণ্ডিত ব্যক্তিদের একটি সীমিত শ্রেণীর আঙ্গুলের ছাপ এবং ফুট-প্রিন্ট ইমপ্রেশন এবং ফটোগ্রাফ রেকর্ড করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।
- ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (NCRB) শারীরিক ও জৈবিক নমুনা, স্বাক্ষর এবং হাতের লেখার তথ্যগুলির সংগ্রহ হবে যা কমপক্ষে 75 বছর ধরে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।
- এই আইনের অধীনে পরিমাপ গ্রহণের অনুমতি দিতে বাধা দেওয়া বা অস্বীকার করা ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 186 এর অধীনে একটি অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে।

সরকার কর্তৃক গৃহীত সংশ্লিষ্ট উদ্যোগসমূহ:

- কেন্দ্রীয় ফিঙ্গার প্রিন্ট ব্যুরোর (CFPB) ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডেটাবেস এবং NIST ফিঙ্গারপ্রিন্ট ইমেজ সফ্টওয়্যার (NFIS) এর ইন্টিগ্রেশন নিয়ে কাজ করছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।
- অপরাধ এবং অপরাধমূলক ট্র্যাকিং নেটওয়ার্ক এবং সিস্টেম

Source: The Hindu

গুরুত্বপূর্ণ খবর: অ্যাপয়েন্টমেন্ট

গিলবার্ট হুংবো ILOর পরবর্তী মহাপরিচালক হবেন

কেন সংবাদ শিরোনামে?

- টোগো থেকে গিলবার্ট হুংবো আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) পরবর্তী মহাপরিচালক হবেন।

মূল পয়েন্টসমূহ

- গিলবার্ট হুংবো আইএলও-র জেনেভায় তাদের বৈঠকের সময় গভর্নিং বডি দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন, যার মধ্যে সরকার, শ্রমিক এবং নিয়োগকর্তাদের প্রতিনিধিরা ছিলেন।

- হুংবো বর্তমানে International Fund for Agricultural Development (IFAD) এর সভাপতি।
- তিনি হবেন ILO'র 11তম মহাপরিচালক এবং প্রথম আফ্রিকান হিসেবে এই পদে অধিষ্ঠিত হবেন।
- 2022 সালের 1 অক্টোবর থেকে তার পাঁচ বছরের মেয়াদ শুরু হবে। যুক্তরাজ্যের বর্তমান মহাপরিচালক গাই রাইডার 2012 সাল থেকে এই দায়িত্ব পালন করছেন।

International Labour Organization (ILO):

- এটি জাতিসংঘের একটি সংস্থা যার কাজ আন্তর্জাতিক শ্রমমান নির্ধারণের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।
- সদর দপ্তর: জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
- গঠন: 11 এপ্রিল 1919
- ILO -র 187 জন রাষ্ট্রীয় সদস্য রয়েছে।
- ভারত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।
- উল্লেখ্য, ভারত 2020 সালে ILO-র গভর্নিং বডির চেয়ারম্যানপদ গ্রহণ করেছে।

Source: ET

গুরুত্বপূর্ণ খবর: বই

নীতি আয়োগ এবং FAO "Indian Agriculture towards 2030" শীর্ষক বই প্রকাশ করেছে

কেন সংবাদ শিরোনামে?

কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমার নীতি আয়োগ এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে "Indian Agriculture towards 2030: Pathways for Enhancing

Farmers' Income, Nutritional Security and Sustainable Food and Farm Systems" শীর্ষক একটি বই প্রকাশ করেছেন।

Source: PIB

byjusexamprep.com